সত্যবাদিতা
র অংশ

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

সত্যবাদিতার দিক

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

সত্যবাদিতার দিক

প্রথম সংস্করণ। 5 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নে সত্যবাদিতার বিভিন্ন শাখা নিয়ে আলোচনা করা একটি ছোট বই। বাস্তবে, এই মূল বৈশিষ্ট্য ছাড়া মহৎ চরিত্র অর্জন করা সম্ভব নয়।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

সত্যবাদিতার দিক

আন্তরিকতায় সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা ছাড়া মহৎ চরিত্র অর্জন সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ মুসলিমের ৬৬৩৭ নম্বর হাদিসে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সত্যবাদিতা ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে যায় এবং তা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি সত্যের উপর অবিচল থাকে যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। অথচ মিথ্যা বলা গুনাহের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলতে থাকবে যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহর কাছে মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে। সত্যবাদী থাকা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব এই হাদীস থেকেই স্পষ্ট।

সত্যবাদিতার প্রথম দিক হল আন্তরিকতায় সত্যবাদিতা। এর অর্থ হল একজন মুসলমানের উচিত তাদের সমস্ত কাজ ও চিন্তায় মহান আল্লাহকে খুশি করা। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের অন্য কোন উদ্দেশ্যকে শরীক করা উচিত নয়। অন্যথায়, তারা দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের বলা হবে যে তারা যার জন্য কাজ করেছে তার কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাও, মহান আল্লাহ, তার কোন অংশীদারের প্রয়োজন নেই। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 110:

"...সুতরাং যে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"

আন্তরিকতার একটি অংশ হল যে অন্যরা যখন একজন ব্যক্তির ভালো কাজের জন্য প্রশংসা করে তখন তারা পালাক্রমে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে, জেনে যে তিনিই তাদের সৎ কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তারা মানুষের খুশিতে খুশি হওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছেছে সে সবসময় ভয় পায়, যদিও তারা অনেক সৎ কাজ করে, তাদের আন্তরিকতার অভাবের কারণে তাদের কাজগুলি প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 60:

"এবং যারা তারা যা দেয় তা দেয় যখন তাদের অন্তর ভীত থাকে কারণ তারা তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে।"

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 3175 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে এই আয়াতটি এই ধার্মিক লোকদেরকে নির্দেশ করে।

একজন মুসলমানের পক্ষে যখনই সম্ভব তাদের সৎকর্ম গোপন রাখা উত্তম। এটা সেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম যখন একজন অন্যদের অনুসরণ করার জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করতে চায়। কিন্তু এমনকি এটি কেবল তাদেরই করা উচিত যারা যোগ্য অর্থ, আলেম এবং যারা তাদের কর্মে আন্তরিক। অনেক মুসলিম ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের একমাত্র কর্তব্য হল একটি সৎ কাজ করা। কিন্তু আসলে, এটি শুধুমাত্র প্রথম পদক্ষেপ। প্রকৃতপক্ষে একটি ভাল কাজ করার চেয়ে যে জিনিসটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল এটিকে রক্ষা করা যাতে

মুসলমানরা নিরাপদে মহান আল্লাহর দরবারে নিয়ে যেতে পারে। এটি 6 অধ্যায় আল আনআম, আয়াত 160 এ নির্দেশিত হয়েছে:

"যে ব্যক্তি [বিচারের দিনে] নেক আমল নিয়ে আসবে..."

কাজগুলোকে রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাদের সওয়াব নষ্ট করা খুবই সহজ। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম গোপনে একটি ভাল কাজ করতে পারে এবং কয়েক দশক ধরে এটি কারও কাছে উল্লেখ করতে পারে না। কিন্তু তারপর শয়তান তাদের অন্যদের কাছে এটি উল্লেখ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে যার ফলে পুরষ্কার হ্রাস বা এমনকি ধ্বংস হতে পারে কারণ কাজটি এখন সর্বজনীন।

একজন মুসলিম তাদের কাজগুলোকে রক্ষা করতে পারে এমন খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো দূর করে যা তাদের ধ্বংস করতে পারে, যেমন হিংসা। সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, আন্তরিকতার সাথে সত্যবাদিতা হল একজন মুসলমানের শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কাছ থেকে তাদের ভালো কাজের জন্য প্রতিদানের আশা করা উচিত। তাদের কেবল মহান আল্লাহর সমালোচনা ও ক্রোধকে ভয় করা উচিত। তাদের উচিৎ শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা, যদিও তা মানুষকে অসন্তুষ্ট করে। তাদের কখনই মানুষের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা উচিত নয় যদি এর অর্থ মহান আল্লাহকে অমান্য করা হয়। শুধুমাত্র মহান আল্লাহই মানুষের অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করতে পারেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। কিন্তু মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারে না।

ধৈর্যের মধ্যে সত্যবাদিতা

ধৈর্যের মধ্যে সত্যবাদিতার মধ্যে কিছু সহ্য করা জড়িত, যেমন একটি ঘটনা, যা একজন ব্যক্তি অপছন্দ করেন। যখন এটি ঘটে তখন একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা থেকে বিরত থেকে অধৈর্যতা দূর করতে হবে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে যা ঘটেছে তা গ্রহণ করতে হবে, জেনে রাখা উচিত যে তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কী চয়ন করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ধৈর্যের এমন দিক রয়েছে যা অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে প্রযোজ্য। প্রথম দিকটি হল মহান আল্লাহর হুকুম পালনে, কঠিন ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়, নিরাপত্তায় বা দুর্দশায়, ইচ্ছায় হোক বা না হোক, ধৈর্য ধারণ করা। দ্বিতীয় দিকটি হল হারাম জিনিসগুলি থেকে বিরত থাকা এবং আত্মাকে সেগুলির দিকে ঝুঁকে পড়া থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে ধৈর্য। এই দুই প্রকার ধৈর্য্য সকল মুসলমানের জন্য একটি ফরয কর্তব্য। স্বেচ্ছাকৃত সৎকর্ম সম্পাদন করার সময় ধৈর্যের পরবর্তী দিকটি প্রয়োজন। এর ফলে একজন মুসলিম মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হবে এবং তাঁর ভালবাসা লাভ করবে। এটি সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। চতুর্থ ধরণের ধৈর্য হল কারও কাছ থেকে সত্য গ্রহণ করা। সত্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের কাছে একজন রসূল। একজন বার্তাবাহককে তাদের সব শর্তে মেনে নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা মহান আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করা।

একজন মুসলিম ধৈর্যশীল হয় যখন তারা ধৈর্য্যশীলদের জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ এবং অধৈর্যতা ও অবাধ্যতার শাস্তি স্মরণ করে। এতে পুরস্কারের আশা এবং শাস্তির ভয় তৈরি হয়। এই দুটি অর্ধাংশ একজনকে পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা থেকে মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করতে এবং তাঁর ক্রোধ ও শাস্তির ভয়ে তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতে উত্সাহিত করে। এর মাধ্যমে একজন মুসলমান রোগীকে প্রদত্ত অগণিত পুরস্কার পেতে পারেন। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... প্রকৃতপক্ষে, রোগীদের হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

অনুতাপে সত্যবাদিতা

অনুশোচনায় সত্যবাদিতার প্রথম অংশ হল যে কোনো পাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করা এবং তারপরে সেই পাপের দিকে ফিরে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা। একজন মুসলিমের উচিত মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। একজনের উচিত মিস করা বাধ্যবাধকতা পূরণ করা বা তাদের ক্ষমা চাওয়ার সময় মানুষের কাছ থেকে নেওয়া অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। আন্তরিক অনুশোচনার একটি অংশ হল পাপপূর্ণ কোন কিছু সম্পর্কে চিন্তা করা এড়িয়ে যাওয়া কারণ এই চিন্তা আরও পাপের সূচনা। ভবিষ্যতে পাপে পতিত হওয়ার ভয় থাকা উচিত কারণ এটি তাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে সাহায্য করবে। একজন মুসলমানের আশা করা উচিত যে তাদের তাওবা কবুল হয়েছে না ধরে নিয়েই। এটি তাদের প্রত্যাখ্যানের ভয় এবং গ্রহণযোগ্যতার আশার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করবে। এই দুটি গুণ একজনকে সৎ কাজ করতে এবং পাপ থেকে বিরত থাকতে উত্সাহিত করার জন্য অত্যাবশ্যক। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 60:

"এবং যারা তারা যা দেয় তা দেয় যখন তাদের অন্তর ভীত থাকে কারণ তারা তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে।"

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4198 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে , এই আয়াতটি ধার্মিক মুসলমানদেরকে নির্দেশ করে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে, যেমন আন্তরিক তওবা, যদিও মহান আল্লাহ তা কবুল করবেন না।

একজন অনুতপ্ত মুসলিমের জন্য এটাও জরুরী যে, সে সকল লোককে এড়িয়ে চলা যারা তাদেরকে পাপ ও গাফিলতির দিকে প্রলুব্ধ করে এবং পরিবর্তে তাদের

সঙ্গ দেয় যারা তাদের চরিত্র পরিবর্তন করতে সাহায্য করবে। জামি আত তিরমিযী, 2378 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে যে , একজন ব্যক্তি তার বন্ধুর ধর্মের উপর রয়েছে। এর অর্থ হল একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে। অতএব, সমস্ত মুসলমানদের জন্য, বিশেষ করে অনুতপ্তদের জন্য, শুধুমাত্র ধার্মিকদের সন্ধান করা এবং সঙ্গ দেওয়া অত্যাবশ্যক। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

উপরন্তু, একজন মুসলিমকে অবশ্যই এমন স্থানগুলি এড়িয়ে চলতে হবে যা তাকে পাপের দিকে উদ্‌বুদ্ধ করে কারণ একজন ব্যক্তির পরিবেশ তাদের চরিত্রের উপর খুব প্রভাব ফেলতে পারে। অতএব, মুসলমানদের লক্ষ্য করা উচিত শুধুমাত্র সেই স্থানগুলো পরিদর্শন করা যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করে, যেমন মসজিদ।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আত্ম-জ্ঞানে সত্যবাদিতা

যে মুসলমান মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষায় সত্যবাদী, তারা তাদের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করবে যাতে তারা কেবলমাত্র তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে তাঁর আনুগত্য করে। যখনই তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তখন একজন মুসলমানের উচিত তাদের আত্মাকে তার কামনা-বাসনাকে অস্বীকার করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা করা। আত্মা একটি বন্য প্রাণীর মতো আচরণ করতে পারে যা শুধুমাত্র শৃঙ্খলার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানকে এই অনুশাসনে চরম হয়ে উঠতে হবে তবে তারা তাদের আত্মার সমস্ত বৈধ ইচ্ছা পূরণ করবে না যতক্ষণ না এটি আল্লাহর আনুগত্য করে। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা এবং বৈধ ইচ্ছা পূরণের মধ্যে ভারসাম্য না পাওয়া পর্যন্ত একজনকে অবশ্যই তাদের আত্মার সাথে দান ও গ্রহণের সম্পর্ক অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, যত বেশি তাদের বৈধ ইচ্ছার উপর আমল করা সীমাবদ্ধ থাকবে বিচারের দিন তাদের জবাবদিহিতা তত কম হবে এবং তাদের বিপথগামী হওয়ার এবং তাদের অবৈধ ইচ্ছা পূরণের সম্ভাবনা তত কম হবে।

যেহেতু মহান আল্লাহ প্রত্যেককে একটি করে হৃদয় দিয়েছেন তা হয় জড়জগতে পূর্ণ হবে বা পরকালে। একজন মুসলিম যত বেশি তাদের হালাল ইচ্ছা পূরণ করবে ততই তাদের হৃদয় বস্তুজগতে পরিপূর্ণ হবে। তারা যত বেশি আখেরাতের প্রতি মনোনিবেশ করবে ততই তাদের হৃদয় পূর্ণ হবে যতক্ষণ না তাদের হৃদয় সুস্থ হয়ে ওঠে। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

আত্মনিয়ন্ত্রণের সত্যবাদিতার একটি দিক হল খারাপ সঙ্গ এড়ানো যা একজনকে অপ্রয়োজনীয় এবং বেআইনী কামনার দিকে উদ্বুদ্ধ করে। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, একজন ব্যক্তি তার বন্ধুর ধর্মের উপর রয়েছে। এর মানে একজন ব্যক্তি তাদের বন্ধু এবং সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে। তাই মুসলমানদের জন্য শুধুমাত্র তাদের সাথে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ যারা তাদের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

শয়তানের বিরোধিতায় সত্যবাদিতা

একজন মুসলমানের সক্রিয়ভাবে শয়তানের অস্ত্র কেটে ফেলার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত যেমন খারাপ চিন্তাভাবনা করা। এটি অর্জনের উপায় হল ক্রমাগত নিজেকে পাপের নেতিবাচক প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দেওয়া, যেমন শাস্তি এবং অপমান। একজন মুসলিমের উচিত তাদের চিন্তাভাবনা ও কর্মের উপর সতর্ক থাকা এবং নিশ্চিত করা যে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য চিন্তা করে এবং কাজ করে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে শয়তান কখনই লোকেদের প্রতি অমনোযোগী নয় এবং সর্বদা তাদের বিপথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তিনি মুসলমানদের নিজেদের ভালো করার সংকল্পকে দুর্বল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তাদেরকে আন্তরিক অনুতাপ বিলম্বিত করতে উত্সাহিত করেন। তিনি মুসলমানদেরকে তাদের ভাল চিন্তা ও উদ্দেশ্যের উপর কাজ করতে বিলম্ব করতে অনুপ্রাণিত করেন এই আশায় যে তারা শেষ পর্যন্ত ভুলে যাবেন বা ভবিষ্যতে তাদের উপর কাজ করার সুযোগ পাবেন না। যখনই কোন মুসলমান সৎকাজে লিপ্ত হয় তখনই শয়তান তাদেরকে পার্থিব জিনিসের কথা মনে করিয়ে দেয় যেগুলোর জন্য তাদের মনোযোগের প্রয়োজন হয় এবং এর ফলে তারা কল্যাণ লাভে বাধা দেয়। একজন মুসলমানের উচিত তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা কারণ এই সময়ে শয়তান আঘাত করে যার ফলে একজন সীমা অতিক্রম করে এবং জঘন্য পাপ করে।

তাই একজন মুসলমানের জন্য শয়তানের ফাঁদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা তাদের এড়াতে পারে। অজ্ঞতা কেবল তার ফাঁদে আশ্চর্যের কারণ হবে যার ফলে উভয় জগতের কল্যাণ নষ্ট হবে। শয়তান থেকে সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। এটি কেবলমাত্র তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 42:

"নিশ্চয় আমার বান্দারা - তাদের উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না..."

উপরন্তু, একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা নিজেকে মহান আল্লাহর সর্বব্যাপী দৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এটি তাদের শয়তানের সাথে লড়াই করতে সাহায্য করবে কারণ যে কেউ এটি মনে রাখবে সে তাদের অশুভ কামনার কাজ করতে ভয় পাবে, মহান আল্লাহকে জেনে, তাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। যে একজন শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে সচেতন, যেমন পুলিশ, তাদের পর্যবেক্ষণ করলে তিনি খারাপ আচরণ করবেন না। একইভাবে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ঐশী দৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন সে শয়তানকে প্রতিহত করবে এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকবে।

তাকওয়ার মধ্যে সত্যবাদিতা

তাকওয়ার মধ্যে সত্যবাদিতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা। উপরন্তু, এতে সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলা অন্তর্ভুক্ত। জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যে সন্দেহকারীকে এড়িয়ে চলে সে তাদের ঈমান ও সম্মান রক্ষা করবে। প্রকৃতপক্ষে, জামি আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হবে না যতক্ষণ না তারা এমন জিনিসগুলি থেকে বিরত থাকে যা হারাম নয়, সতর্কতার কারণে তারা একজনকে হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

সন্দেহজনক থেকে বিরত থাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নিজের রিযিক প্রাপ্তির ব্যাপারে। একজনকে সর্বদা হারাম এবং সন্দেহজনক বিষয়গুলি থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কেবলমাত্র হালাল ও শুদ্ধতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

এই সত্যবাদিতার একটি শাখার মধ্যে রয়েছে জড় জগতের অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় দিক থেকে বিরত থাকা। এটি শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করার জন্য এই জড় জগত থেকে যথেষ্ট গ্রহণ করে। কেউ তার অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে তাদের আত্মাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি তাদের কেবল হারামের দিকে নিয়ে যাবে। এমনকি যদি কেউ বেআইনি থেকে নিরাপদ থাকে অতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হওয়া কেবল বিচারের দিনে তার জবাবদিহিতা বৃদ্ধির কারণ হবে। একজনকে যত বেশি জবাবদিহি করা হবে তাদের শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ বুখারী, 6536 নং হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক বিচার

করা হলে একজন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের বিষয়ে লোভ এবং বাড়াবাড়ি উভয়ই এড়িয়ে চলা উচিত।

যদিও তারা পবিত্র নবী হয়েছিলেন, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যেমন হযরত দাউদ (আঃ) এবং অন্যান্য নেককার লোক যারা তখনও ধনী ছিল, তাদের সম্পদ অর্জন এবং ব্যয় করার উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, আজকের সংখ্যাগরিষ্ঠ সচ্ছল মুসলিমদের থেকে ভিন্ন।

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলমান ধার্মিক পূর্বসূরিদের নাম ভুলভাবে ব্যবহার করে দাবি করে যে তারা সম্পদও উপার্জন করেছে এবং ব্যয় করেছে। তাদের দৃষ্টিতে এটি কোনওভাবে উপার্জন, মজুদ বা ভুলভাবে সম্পদ ব্যয় করার ন্যায্যতা দেয় যা তাদের প্রয়োজন নেই। তাদের আচরণ ধার্মিক পূর্বসূরিদের কর্মের সাথে বিরোধিতা করে যারা শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করার জন্য উপার্জন করেছিল। যারা বিত্তশালী ছিল তারা তাদের সম্পদ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেছে, তা কখনই অপচয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে জমা করেনি। আজ কয়জন সচ্ছল মুসলিম নিজেদের সম্পর্কে একথা বলতে পারে?

উপরন্তু, মুসলমানদের বোঝা উচিত যে ধার্মিক যারা সম্পদ অর্জন করেছিল তারা পৃথিবীতে মহান আল্লাহর আমানতদার ছিল। তারা শুধুমাত্র সম্পদের অভিভাবক ছিল এবং নিজেদেরকে এর প্রকৃত মালিক হিসেবে কখনো দেখেনি। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 7:

"আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় কর..."

তারা বুঝতে পেরেছিল, কেন মহান আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাদের কাছ থেকে কী চেয়েছিলেন। তাই তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সম্পদ ব্যয় করেছে এবং নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী জিনিসপত্রে ব্যয় করেনি। এই ধার্মিক লোকেরা নিশ্চিত ছিল যে তাদের আত্মা ও সম্পদ একমাত্র মহান আল্লাহরই। তাই তারা মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি পার্থিব নেয়ামত ব্যবহার করে কৃতজ্ঞতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। এই লোকেদের হয়তো প্রচুর পার্থিব জিনিস দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা তাদের উপর আস্থা রাখেনি। তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে। তারা তাদের জিনিসপত্রে কোন আনন্দ নেয়নি এবং তাদেরকে শুধুমাত্র একটি দায়িত্ব হিসাবে দেখেছিল যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসারে পালন করা প্রয়োজন। তাদের হৃদয় তাদের জিনিসপত্রের সাথে সংযুক্ত ছিল না এবং তারা লোভের সাথে তাদের সঞ্চয় করে তাদের পার্থিব আশীর্বাদ উপভোগ করা থেকে অন্যদেরকে বাদ দেয়নি। এই কারণেই তারা পার্থিব জিনিসের অধিকারী ছিল কিন্তু জিনিসগুলি তাদের অধিকার করেনি। তাদের সম্পদ ছিল কিন্তু তারা অন্যের প্রয়োজন মেটাতে ব্যয় করার জন্য নিজেদের জন্য দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিল। তারা তাদের পার্থিব সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার না করে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্যেই আনন্দ পেত। পার্থিব জিনিস হারালে তারা শোক বা অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেনি কারণ তারা সর্ববিষয়ে মহান আল্লাহর পছন্দকে প্রাধান্য দিয়েছিল। তারা তাদের পার্থিব সম্পদে কোন আনন্দ বা আনন্দ নেয়নি। তাই বাস্তবে, তারা জাগতিক জিনিসের অধিকারী হয়েও জড় জগত থেকে বিরত ছিল। সম্পদ তাদের হাতে ছিল না তাদের হৃদয়ে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে মহান আল্লাহর প্রকৃত ভালবাসা তাদের হৃদয় এবং উদ্দেশ্য দ্বারা এই জড় জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 131:

"এবং আপনার দৃষ্টি সেদিকে প্রসারিত করবেন না যেটির দ্বারা আমি তাদের [কিছু] শ্রেণীকে ভোগ-বিলাস দিয়েছি, [এটি কিন্তু] পার্থিব জীবনের জাঁকজমক যার দ্বারা আমরা তাদের পরীক্ষা করি। আর তোমার প্রভুর রিযিক উত্তম ও স্থায়ী।"

বাস্তবে এটি বেশ স্পষ্ট হয় যখন কেউ প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক পূর্বসূরিদের জীবন অধ্যয়ন করে না ধরে নেয় যে তারা কেবল ব্যবসায়ী ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম আজ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার দাবি করে যদিও তারা নিজেদেরকে ডুবিয়ে দেয় জড়জগতের সংগ্রহ ও মজুদ করে। বেশিরভাগ লোককে বোকা বানানো হয় যে তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে যখন তারা আসলে কিছুই নয়। এই পার্থিব লোকেরা তাদের সম্পদকে বিশ্বাস করে এবং ভালোবাসে যেখানে ধার্মিকদের কাছে পার্থিব সম্পদ ছিল কিন্তু তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে বিশ্বাস ও ভালোবাসে। পার্থিব সম্পত্তি ছিল তাদের হৃদয়ে ছিল না ধার্মিক পূর্বসূরিদের হাতে যখন আজ অনেকের হাতে কোন সম্পত্তি নেই কিন্তু এখনও তাদের হৃদয়ে রয়েছে। মহান আল্লাহ কিভাবে জড়জগতকে বর্ণনা করেছেন সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত এবং তাই অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে এটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয়। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 20:

"জেনে রেখো, পার্থিব জীবন শুধু বিনোদন, বিমুখতা, সাজ-সজ্জা, একে অপরের প্রতি অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা..."

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, বস্তুগত জগত যা থেকে একজনকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত তা আসলে একজনের ইচ্ছাকে বোঝায়। এটি পাহাড়ের মতো ভৌত জগতের উল্লেখ করে না। এটি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, 14 নং আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে:

"মানুষের জন্য শোভিত হল সেই ভালবাসা যা তারা কামনা করে - নারী ও পুত্রের, সোনা ও রৌপ্যের স্তূপ, সূক্ষ্ম দানাদার ঘোড়া এবং গবাদি পশু এবং চাষের জমি। এটাই পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন [অর্থাৎ জান্নাত]।

এই জিনিসগুলি মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত এবং এর দ্বারা মানুষ পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত হয়। যখন কেউ তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকে তখন তারা বস্তুগত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এই কারণেই যে মুসলমানের কাছে পার্থিব জিনিস নেই, তাকে তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার কারণে দুনিয়াবী বলে গণ্য করা যেতে পারে। অথচ, একজন মুসলমান যে জাগতিক জিনিসের অধিকারী, কিছু ধার্মিক পূর্বসূরিদের মতো, তাকে জড়জগত থেকে বিচ্ছিন্ন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে কারণ তারা তাদের মন, হৃদয় এবং কর্ম তাদের সাথে কামনা করে না এবং দখল করে না। পরিবর্তে তারা চিরন্তন পরকালে মিথ্যা কামনা করে।

বিরত থাকার প্রথম স্তর হল অবৈধ ও অসার কামনা-বাসনা থেকে দূরে সরে যাওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত নয়। এই ব্যক্তি আখেরাতের দিকে মনোনিবেশ করার সময় তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। তারা এমন জিনিস এবং লোকদের থেকে দূরে সরে যায় যারা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পূরণ করতে বাধা দেয়।

পরিহারের পরবর্তী পর্যায় হল যখন কেউ তার প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্য জড়জগত থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি গ্রহণ করে। তারা এমন

কিছুতে তাদের সময় ব্যয় করে না যা তাদের পরবর্তী জগতে লাভবান হবে না। সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া এক হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উপদেশ দিয়েছেন। তিনি একজন মুসলিমকে এই জড় জগতে একজন অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছেন। উভয় প্রকারের মানুষই তাদের গন্তব্য অর্থাৎ পরকাল নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করবে। তাদের মৃত্যু এবং পরকালের গমন কতটা নিকটবর্তী তা বোঝার মাধ্যমে একজন মুসলিম এটি অর্জন করতে পারে। মৃত্যু যে কোন সময় একজন ব্যক্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তা নয়, একজন দীর্ঘ জীবন যাপন করলেও মনে হয় যেন তা এক মুহূর্তে চলে যায়। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে একজন ব্যক্তি চিরন্তন পরকালের জন্য মুহূর্তটি উৎসর্গ করে। এই জড়জগতে দীর্ঘ জীবনের আশা সংক্ষিপ্ত করা তাদেরকে সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করবে, তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে এবং অন্য সব কিছুর চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। যে দীর্ঘায়ু কামনা করে সে বিপরীত আচরণে উদ্‌বুদ্ধ হবে।

বস্তুজগতে যিনি সত্যিকার অর্থে বর্জন করেন, তিনি একে দোষ দেন না, প্রশংসা করেন না। তারা যখন এটি লাভ করে তখন তারা আনন্দ করে না এবং যখন এটি তাদের অতিক্রম করে তখন তারা দুঃখিত হয় না। এই ধার্মিক মুসলমানের মন লোভের সাথে ক্ষুদ্র বস্তুজগতকে লক্ষ্য করার জন্য চিরন্তন পরকালের দিকে নিবদ্ধ।

বিরত থাকা বিভিন্ন স্তর নিয়ে গঠিত। কিছু মুসলমান তাদের অন্তরকে সমস্ত নিরর্থক ও অনর্থক পেশা থেকে মুক্ত করার জন্য বিরত থাকে যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারে এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 257 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় , যে ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের পার্থিব বিষয়ের যত্ন নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবেন। কিন্তু যে শুধু পার্থিব

বিষয় নিয়েই চিন্তিত সে তাদের যন্ত্রের কাছে চলে যাবে এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের আধিক্য, যেমন অতিরিক্ত সম্পদের পেছনে ছুটবে, সে দেখতে পাবে যে তাদের উপর এর ন্যূনতম প্রভাব এই যে, এটি তাদের মহান আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করে। এটি এখনও সত্য এমনকি যদি একজন ব্যক্তি বস্তুজগতের অতিরিক্ত দিকগুলির সাধনায় কোনও পাপ না করে।

কেউ কেউ বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা হালকা করার জন্য দুনিয়া থেকে বিরত থাকে। একজনের কাছে যত বেশি সম্পত্তি থাকবে তত বেশি তাদের জবাবদিহি করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা যাদের ক্রিয়াকলাপ যাচাই-বাছাই করবেন, বিচারের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সহীহ বুখারি, ৬৫৩৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজনের জবাবদিহিতা যত কম হবে এমনটি ঘটার সম্ভাবনা তত কম। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যারা পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে অধিকারী তারা কিয়ামতের দিনে খুব কম কল্যাণের অধিকারী হবে যারা উৎসর্গ করে। তাদের মাল ও সম্পদ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, কিন্তু এগুলো সংখ্যায় অল্প। এই দীর্ঘ জবাবদিহিতার কারণেই বিচারের দিন ধনী বা দরিদ্র প্রত্যেক ব্যক্তিই কামনা করবে যে, পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাদের প্রতিদিনের রিজিক দেওয়া হয়েছে। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4140 নম্বরে পাওয়া হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিছু মুসলিম জান্নাতের আকাঙ্ক্ষার জন্য এই জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে যা এই জড় জগতের আনন্দকে হারাতে হবে।

কেউ কেউ জাহান্নামের ভয়ে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে। তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে যে এই জড় জগতের আধিক্যে কেউ যত বেশি লিপ্ত হয়, ততই তারা হারামের কাছাকাছি থাকে, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। জামি আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজা, 4215 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম। ধার্মিক হবে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু থেকে বিরত থাকে যা পাপ নয় এই ভয়ে যে এটি পাপ হতে পারে।

সর্বোত্তম স্তরের বিরত থাকা হল মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে যা চান তা বোঝা এবং তার উপর কাজ করা যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যথা, মহান আল্লাহর দাসত্ব থেকে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করা, জেনে রাখা যে তাদের রব বস্তুজগতকে পছন্দ করেন না। মহান আল্লাহ এই জড় জগতের বাড়াবাড়ির নিন্দা করেছেন এবং এর মূল্যকে তুচ্ছ করেছেন। এই ধার্মিক বান্দারা লজ্জিত হয়েছিল যে তাদের রব তাদের এমন কিছুর দিকে ঝুঁকে দেখবেন যা তিনি অপছন্দ করেন। এরাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা যেহেতু তারা শুধুমাত্র তাদের পালনকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এমনকি যখন তাদের এই দুনিয়ার বৈধ বিলাসিতা ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যদিও তাকে পৃথিবীর ভান্ডার দেওয়া হয়েছিল। সহীহ বুখারী, ৬৫৯০ নং হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটিকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এটিই চান। মহান আল্লাহ যেমন জড়জগৎকে অপছন্দ করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের প্রতি ভালোবাসার কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিভাবে একজন প্রকৃত বান্দা তাদের পালনকর্তা যা অপছন্দ করেন তাকে ভালবাসতে পারে এবং লিপ্ত হতে পারে?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দারিদ্র্যকে বেছে নিয়ে দরিদ্রদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং ধনীদেরকে তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে কীভাবে বাঁচতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। তিনি সহজে বিকল্পটি বেছে নিতে পারতেন এবং কার্যত ধনীদের দেখিয়ে দিতে পারতেন কিভাবে তাকে দেওয়া পৃথিবীর ভান্ডার নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং তিনি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে গরিবদেরকে সঠিকভাবে বাঁচতে শেখাতে পারতেন। কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট কারণে দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যা তার প্রভু মহান আল্লাহর দাসত্বের বাইরে ছিল। এই বিরত থাকা সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের প্রথম সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আবু বক্কর সিদ্দিক, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার যখন তাকে মধুর সাথে মিষ্টি জল দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি কেঁদেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি একবার এক অদৃশ্য বস্তুকে দূরে ঠেলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন যে জড়জগৎ তার কাছে এসেছে এবং তিনি তাকে একা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জড় জগত উত্তর দিল যে সে জড় জগত থেকে পালিয়ে গেছে কিন্তু তার পরে যারা থাকবে না। এ কারণে আবু বক্কর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, মধু মিশ্রিত পানি দেখে কেঁদেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে জড়জগত তাকে পথভ্রষ্ট করতে এসেছে। এই ঘটনাটি ইমাম আশফাহানীর , হিলিয়াত আল আউলিয়া, 47 নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে ।

প্রকৃতপক্ষে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, আনন্দ লাভের জন্য কখনো ভোজন বা পোশাক পরেননি বরং পরকালের জন্য প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করার সময় বস্তুগত জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করতেন। তারা অপছন্দ করত যখন জড়জগৎ তাদের পায়ে দাঁড় করানো হয় এই ভয়ে যে তাদের প্রতিদান আখেরাতের পরিবর্তে এই দুনিয়াতেই তাদের দেওয়া হয়েছে।

যে কেউ সত্যিকারের পরিহারকারী তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। মুসলমানদের এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় এবং দাবি করা উচিত যে তাদের হৃদয় মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত। যদি একজন ব্যক্তির হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় তবে তা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এবং তাদের কর্মে প্রকাশ পায় যা সহীহ মুসলিম, 4094 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যার অন্তর মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকে, সে যা গ্রহণ করে সৎ পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাদের প্রয়োজন জড়জগত থেকে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য জড় জগতের বাড়াবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটাই প্রকৃত বিরত থাকা।

ট্রাস্টে সত্যবাদিতা

এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যে, মহান আল্লাহ এটিকে একজন প্রকৃত মুমিন হওয়ার সাথে একত্রিত করেছেন। অর্থ, কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 23:

"... আর আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।"

মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তায়ালা যা নিশ্চিত করেছেন সে বিষয়ে আশ্বস্ত হওয়া, যেমন একজনের বৈধ বিধান। জড় জগতের বিষয়ে নিজের অন্তর থেকে উদ্বেগ দূর করা, মহান আল্লাহ তায়ালা কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এর মধ্যে রয়েছে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, প্রতিটি প্রয়োজন তা ইহকালের হোক বা পরের আল্লাহ, তিনিই শাসক ও রিজিকদাতা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না এবং মহান আল্লাহ ব্যতীত তাদের থেকে কেউ

তা আটকাতে পারে না, এমনকি এটা বাহ্যিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে এতে মানুষের হাত রয়েছে। তারা কেবল মাধ্যম কিন্তু দান ও বন্ধের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। সৃষ্টিকর্তা কাউকে এমন কিছু দিতে পারে না যা মহান আল্লাহ ইচ্ছা করেননি এবং মহান আল্লাহ তায়ালা যা দান করেছেন তার কাছ থেকে তারা কিছু আটকাতে পারে না। জামি আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করলে সৃষ্টির আশা ও ভয় দূর হয়। এর কারণ হল একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর উপর আস্থা রয়েছে এবং পূর্ণ জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, মহান আল্লাহর নিয়ামত তাদের উপর প্রতিনিয়ত অবতীর্ণ হচ্ছে, যা কেউ বাধা দিতে পারে না।

আস্থার মধ্যে সত্যবাদিতা বর্জনে সত্যবাদিতার সাথে যুক্ত কারণ যিনি বিশ্বাস করেন যে স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টির 50,000 হাজার বছর আগে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বিধান অন্য কেউ কখনই গ্রহণ বা ব্যবহার করবে না। সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি তাদের অনুপ্রাণিত করে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করার ভয় ছাড়াই অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার অর্থ এই নয় যে একজনের ওষুধের মতো উপায় ত্যাগ করা উচিত, কারণ একজন আস্থাশীল মুসলিম বোঝে যে উপায় এবং ফলাফল উভয়ই মহান আল্লাহ তায়ালার দ্বারা তৈরি এবং নির্ধারিত হয়েছে। তাই তারা পবিত্র কুরআনে উপদেশ দেওয়া উপায়গুলি ব্যবহার করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতগুলি ব্যবহার করে এবং বিশ্বাস করে যে মহান আল্লাহ সর্বক্ষেত্রে তাদের জন্য সর্বোত্তম ফলাফল বেছে নেবেন।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, সে এই জেনে তাঁর কাছে আশ্রয় চায় যে, মহান আল্লাহ না চাইলে কিছুই ঘটবে না বা সম্পন্ন হবে না। তিনি একাই দেন এবং আটকান। আস্থাশীল মুসলমান যখন তাদের কাছ থেকে কোন কিছু আটকে রাখা হয় তখন তারা বিরক্ত বা উদ্বিগ্ন হয় না এবং তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের পরিপন্থী কিছু অর্জন করার চেষ্টা করে না। কারণ লোভের মাত্রা নির্ধারণ করে না যে কোনো ব্যক্তিকে কিছু দেওয়া হবে বা তাদের কাছ থেকে বন্ধ করা হবে, তবে এটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যে বিশ্বাস করে সে এমন নয় যে তারা যা চায় তা পায়। তিনিই মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দের উপর আস্থা রাখেন, তার ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু ঘটুক বা না হোক। বিশ্বাসী মুসলিম জানে যে তারা এমন একটি পথে যাত্রা করছে যা নির্ধারিত এবং তাই পরিবর্তন করা যায় না। এই সত্য তাদের বুঝতে দেয় যে নির্ধারিত সময় না আসা পর্যন্ত তারা কখনই কিছু পাবে না। অর্থ, মহান আল্লাহ তায়ালা যখন সিদ্ধান্ত নিবেন, তখন তারা এক মুহূর্ত আগে বা পরে তা পেতে পারে না। এটি তাদের থেকে লোভ ও দুশ্চিন্তা দূর করে এবং এইভাবে তারা স্বস্তি ও মহান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

অতএব, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায়। এই ব্যক্তি বুঝতে পারে যে তারা যাই হোক না কেন পরিস্থিতি অনিবার্য ছিল। এটি প্রতিটি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তের জন্য সত্য। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির একটি পছন্দ আছে যে তিনি মহান আল্লাহর আনুগত্য করবেন কি করবেন না। যদি তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য বেছে নেয়, তাহলে তারা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তার চেয়ে উত্তম পরিস্থিতি আর নেই, কারণ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সেরাটি বেছে নেন। কিন্তু যদি তারা অবাধ্যতা বেছে নেয় তবে তারা যখন তাদের পছন্দের পরিণতির মুখোমুখি হয় তখন তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ করতে পারে না। যে ভরসা করে সে এটা বুঝতে পারে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে

তাৎক্ষণিকভাবে ভালো না দেখলেও তাদের এক ভালো অবস্থা থেকে অন্য দিকে পরিচালিত করার জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

ভয়ে সত্যবাদিতা

যে জিনিসটি অন্তরে মহান আল্লাহর ভয়কে গেঁথে দেয় তা হল সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করা এবং নিজেকে সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে মহান আল্লাহ সর্বদা তাদের পর্যবেক্ষণ করেন। বাহ্যিক কাজ হোক বা অভ্যন্তরীণ চিন্তাই হোক না কেন, কারো কোনো গতিই মহান আল্লাহর কাছে গোপন নয়। এটি একজন মুসলিমকে সতর্ক করে যে, মহান আল্লাহ তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিকভাবে এমন কিছু লক্ষ্য করতে পারেন যা তিনি অনুমোদন করেন না। তাই একজন মুসলমানের উচিত, সর্বদা তাদের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা কারণ মহান আল্লাহ তা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। যদি একজন মুসলিম সর্বক্ষণে মহান আল্লাহর সাথে তাদের নিয়তকে সংযুক্ত রাখে এবং মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে, তিনি যা অপছন্দ করেন তা থেকে দূরে সরে গেলে তাদের অন্তর পবিত্র হয়ে যাবে যা মহান আল্লাহর প্রকৃত ভয়ের দিকে নিয়ে যায়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সব কিছুর চেয়ে মহান আল্লাহর আদেশকে অগ্রাধিকার দেবে। তারা আর সৃষ্টিকে ভয় করবে না যা তাদের মানুষকে সন্তুষ্ট করার আকাঙ্ক্ষা থেকে মহান আল্লাহর অবাধ্য হতে বাধা দেবে।

বিনয়ের মধ্যে সত্যবাদিতা

জামে আত তিরমিযী, 2458 নং হাদিস অনুসারে, মহান আল্লাহর প্রকৃত লজ্জা ও বিনয় থাকা, যখন কেউ তার অবাধ্যতা থেকে তাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে। এর মধ্যে রয়েছে নিজের শরীরকে হারাম থেকে রক্ষা করা, যেমন হারাম খাবার এবং মহান আল্লাহর ভয়ে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করা। এটি প্রায়শই মনে রাখা এবং একজনের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করা জড়িত। এবং পরিশেষে, এর মধ্যে রয়েছে এই জড় জগতের আধিক্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, যা তাদেরকে অনন্ত পরকালের জন্য প্রচেষ্টা করতে উৎসাহিত করবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে মহান আল্লাহর কাছে প্রকৃত বিনয় ও লজ্জার অধিকারী।

যে ব্যক্তি সর্বদা মনে রাখবে যে, মহান আল্লাহ তাদের পর্যবেক্ষণ করছেন, তিনি তাঁর লজ্জা ও বিনয় অবলম্বন করবেন। মহান আল্লাহর অগণিত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা, যখন একজন ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ থাকে তখনও তাকে মহান আল্লাহর বিনয়ী হতে উৎসাহিত করবে। পরিশেষে, মনে রাখবেন যে একটি দিন আসবে যখন মহান আল্লাহ তাদের জীবনের প্রতিটি ছোট বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, মহান আল্লাহ তাআলার লজ্জা অবলম্বন করতেও অনুপ্রাণিত করবেন।

যে জিনিসটি মহান আল্লাহর লজ্জাকে মজবুত করে, তা হল মহান আল্লাহর ভয়, যখনই কারো অন্তরে কোনো খারাপ ইচ্ছা প্রবেশ করে। কারণ অন্তর বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ এই আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে এই মনোভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তবে মহান আল্লাহর কাছে তাদের লজ্জা শক্তিশালী হবে। উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাদের ইচ্ছা ও কর্মের কারণে তাদের থেকে অপছন্দের দৃষ্টিতে তাদের থেকে দূরে সরে যাবেন এমন ভয়ও মহান আল্লাহর প্রতি একজন ব্যক্তির লজ্জাকে শক্তিশালী করে। কিন্তু এই শালীনতা এবং লজ্জা দুর্বল হয়ে যেতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে অদৃশ্য হয়ে যেতে

পারে যদি কেউ বর্ণিত পদ্ধতিতে নিজেকে পরীক্ষা করা এবং মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধে আন্তরিকভাবে আনুগত্য পরিত্যাগ করে।

প্রশংসায় সত্যবাদিতা

যখন একজন মুসলিম মনোযোগী হয় তখন তারা পুরানো এবং নতুন উভয় অগণিত আশীর্বাদকে লক্ষ্য করতে পারে, যা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন। প্রাচীন আশীর্বাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, একজন মুসলিমকে সৃষ্টি করার আগে তাদের স্মরণ করা এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও বিশ্বাসের সাথে তাদের আশীর্বাদ করা। অতঃপর তিনি সময় অতিবাহিত করেন যতক্ষণ না তিনি মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থাপন করেন, অর্থাৎ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাতি। অতঃপর মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের যৌবনে ইসলাম পরিত্যাগ করা থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের হেদায়েত দেন। যদিও, মুসলিমদের গাফিলতির মুহূর্ত ছিল এবং পাপ করেছিল তবুও মহান আল্লাহ তাদের প্রতিশোধ নেননি এবং শাস্তি দেননি। পরিবর্তে তিনি তাদের দোষগুলো ঢেকে দেন এবং তাদের ক্ষমা করে দেন। এই সমস্ত এবং আরও অনেক কিছুর জন্য একজন মুসলিমের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রয়োজন যা তিন প্রকারের। প্রথমটি হৃদয় থেকে। এটি তখনই যখন কেউ স্বীকার করে যে সমস্ত আশীর্বাদ মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, এবং তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করে যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। পরের প্রকারের কৃতজ্ঞতা হচ্ছে ক্রমাগত তাঁর প্রশংসা করা এবং তাঁর মহান দয়ার কথা উল্লেখ করা। চূড়ান্ত প্রকার যা কৃতজ্ঞতার সর্বোচ্চ স্তর তা শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখানো হয়। এটি তখনই হয় যখন কেউ তার কাছে থাকা সমস্ত নিয়ামতকে মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যবহার করে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে। এতে বরকত বৃদ্ধি পায়। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা কেবল মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে, যা নিজেই কৃতজ্ঞতার যোগ্য। এই মনোভাব নিশ্চিত করবে যে একজন সর্বদা কৃতজ্ঞ এবং নম্র থাকবে।

প্রেমে সত্যবাদিতা

এর মধ্যে রয়েছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ, মহান আল্লাহ ও মানুষের সাথে তাঁর আচরণ এবং বস্তুজগত থেকে তাঁর বিচ্ছিন্নতা প্রতিটি বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

ভালবাসার মধ্যে সত্যবাদিতার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নিজের ইচ্ছা ও অন্যের আকাঙ্ক্ষার উপরে যা পছন্দ করেন এবং নিজের আত্মার আদেশের উপর মহান আল্লাহর হুকুম পূর্ণ করার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত। যে মহান আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে, সে সর্বদা হৃদয়, জিহ্বা ও কর্ম দ্বারা তাঁর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করবে। প্রেমিক গাফিলতি থেকে দূরে সরে যাবে এবং তাদের কাছে থাকা নেয়ামতগুলোকে তার প্রিয়তম অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। তারা মহান আল্লাহকে ভুলে যাবে না এবং তাঁর নির্দেশকে অবহেলা করবে না। তারা ক্রমাগত ভয় পায় যে তাদের অবাধ্যতা মহান আল্লাহ তাদের অপছন্দের কারণ হবে যা তাদের আরও আনুগত্যের দিকে ধাবিত করে। তারা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এবং স্বেচ্ছায় সৎকাজে প্রচেষ্টার মাধ্যমে মহান আল্লাহর ভালবাসা অন্বেষণ করে যা সহীহ বুখারি, 6502 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। সর্বোত্তম, সমস্ত উপায়ে এবং এমন সমস্ত জিনিস থেকে দূরে সরে যা এই চূড়ান্ত লক্ষ্যে সাহায্য করে না।

ভালোবাসার সূচনা হল যখন একজনকে মহান আল্লাহ পার্থিব আশীর্বাদ প্রদান করেন। কিন্তু যখন কেউ জ্ঞান অর্জন করে এবং তাঁর আনুগত্যের জন্য চেষ্টা করে তখন তারা মহান আল্লাহকে ভালবাসতে শুরু করে, তারা পার্থিব আশীর্বাদ পান বা না পান যেমন তারা বোঝেন যে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যা সর্বোত্তম তা অনুসারেই দেন এবং আটকান।

মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা সহজে বাড়ে না, কষ্টের সময়েও কমে না। যে এমন আচরণ করে সে কেবল আশীর্বাদের প্রেমিক।

সন্তুষ্টিতে সত্যবাদিতা

এর লক্ষণ হল যখন কেউ অধৈর্য হয় না বা তারা যে পরিস্থিতির মধ্যেই থাকুক না কেন পরিবর্তন কামনা করে না। মহান আল্লাহ তায়ালা যা বেছে নিয়েছেন তাতেই তারা সন্তুষ্ট থাকে এবং জেনে থাকে যে তিনিই তাঁর বান্দাদের জন্য সেরাটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ..."

একজন সত্যিকারের বান্দা জানে না কোন সিদ্ধান্ত তাদের জন্য ভালো তাই তারা বরং মহান আল্লাহর পছন্দের উপর নির্ভর করে। এই স্তরটি ধৈর্যের চেয়ে উচ্চতর কারণ একজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি পরিস্থিতির পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করতে পারে এবং এমনকি এটির জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু কোনো পরিস্থিতিতে অভিযোগ করে না। যখন একজন মুসলমান মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসায় সত্যবাদী হয়, তখন তারা বিনা বাধায় আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ভাগ্যের প্রতি সন্দেহ তাদের ছেড়ে দেয় এবং মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন তাতেই তারা সন্তুষ্ট হয়। নিচের আয়াতটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, একজন মুসলিম মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা প্রথমে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 28:

"তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও, সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্ট হয়ে।"

আকাঙ্ক্ষায় সত্যবাদিতা

এটা মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের অবস্থা, কারণ তারা তাদের রব ছাড়া আর কিছুই চায় না। এটি তাদের অনুপ্রাণিত করে তাঁর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং নিয়তির মুখোমুখি হয়ে ধৈর্য সহকারে তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে, যে মহান আল্লাহর অবাধ্য কেউ এটি অর্জন করতে পারবে না। যে মুসলমান মহান আল্লাহকে কামনা করে, সে ইহকাল ছেড়ে আখিরাতে পৌঁছতে চায়। এই লোকেরা প্রায়শই মানুষের সঙ্গের চেয়ে একাকীত্ব এবং একা থাকা পছন্দ করে। তারা ভয় এবং আশার মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ। তাদের পালনকর্তার অবাধ্য হওয়ার ভয় এবং তাই তাঁর ও তাঁর নৈকট্য থেকে বিরত থাকার ভয়। তাদের আশা তাদের ভুল থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে এবং তাঁর আনুগত্যের জন্য চেষ্টা করে জেনে যে তিনি পরম ক্ষমাশীল এবং পরম করুণাময়।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের উচিত পবিত্র কুরআনে পাওয়া অমূল্য জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের উপর কাজ করা, যাতে তারা সর্বশক্তিমানের উপস্থিতিতে সত্যের মঞ্চে পৌঁছাতে পারে। রাজা অধ্যায় 54 আল কামার, আয়াত 55:

"একজন সার্বভৌমের কাছে সত্যের আসনে, ক্ষমতায় নিখুঁত।"

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe